

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

49006 - তিনি মসজদি ছাড়া অন্য কথোও ইতকিফ নহে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একটি হাদিস শুনছি যে, মসজদি হারাম, মসজদি নববী ও মসজদি আকসা ছাড়া অন্য কথোও ইতকিফ করা শুদ্ধ নয়; এ হাদিসটি কি সহি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রশ্নকারী যে হাদিসটির দিকে ইঙ্গিত করছেন সে হাদিসটি ইমাম বায়হাকী (৪/৩১৫) হুয়াইফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বলেন: আমি আপনার ঘরে ও আবু মূসার ঘরে (অর্থাৎ মসজদি) কিছু লোককে ইতকিফরত পয়েছি। অথচ আমি জেনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তিনি মসজদি ছাড়া কোন ইতকিফ নহে: মসজদি হারাম”। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: সম্ভবত: আপনি ভুলে গেলেন; তাদের মুখস্থ আছে। আপনি ভুল করছেন; তাদেরটা ঠিকি। [আলবানী সলিসলিাতুল আহাদিস আস-সহিহা (২৮৭৮) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

দুই:

এ মাসয়ালার হুকুম হচ্ছে- জমহুর আলমের মতে, ইতকিফ এ তিনি মসজদির কোন একটিকে হওয়া শরত নয়। এ মত্রে পক্ষ্যে তারা দলিল দনে এ আয়াত্রে ভিত্তিতে, “তোমরা মসজদিসমূহে ইতকিফরত অবস্থায় তাদের সাথে যতন সম্পর্ক স্থাপন করবে না।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

আয়াতে কারীমাত্রে “মসজদিসমূহ” শব্দটি আম বা সাধারণ। তাই এ শব্দটি সকল মসজদিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যদি অন্য কোন দলিল বিশিষে কোন মসজদি বাদ দেয় সে মসজদি ছাড়া; যমেন- যে মসজদি জামাতে নামায় আদায় করা হয় না; যদি ইতকিফকারীর উপর জামাত্রে সাথে নামায় আদায় করা ফরজ হয়। দেখুন 48985 নং প্রশ্নোত্তর।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম বুখারী আয়াতরে এ ব্যাপকতার দলিলেরে প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:

“শেষে দশদনিতে ও সকল মসজিদে ইতকিফ করা শীর্ষক পরচ্ছদে”। দলিল হচ্ছ- আল্লাহর বাণী: “তোমরা মসজিদসমূহে ইতকিফরত অবস্থায় তাদের সাথে যত্ন সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এগুলো হচ্ছ- আল্লাহর সীমারখো। অতএব, এগুলোর নকিটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজেরে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন; যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭] সমাপ্ত।

মুসলমানরো তাদের স্থানীয় মসজিদে ইতকিফ করে আসছেন যমেনটি উল্লেখ করেছেন ত্বাহাবী তাঁর রচতি ‘মুশকলিল আসার’ গ্রন্থে (৪/২০৫)।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসায় ইতকিফ করার হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল; আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দিন।

জবাবে তিনি বলেন:

“মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা এ তিনি মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদগুলোতে ইতকিফেরে সময় ইতকিফ করা শরয়িতসম্মত। ইতকিফ শুধুমাত্র এ তিনি মসজিদে সাথে খাস নয়; বরং এ তিনি মসজিদেও ইতকিফ করা যায়, অন্য মসজিদেও ইতকিফ করা যায়। এটি অনুসরণযোগ্য মাযহাবগুলোর আলমেদরে অভিমত, যমেন- ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম মালকে (রহঃ), ইমাম শাফয়ী (রহঃ) ও ইমাম আবু হানফা (রহঃ)। দলিল হচ্ছ- আল্লাহর বাণী: “তোমরা মসজিদসমূহে ইতকিফরত অবস্থায় তাদের সাথে যত্ন সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এগুলো হচ্ছ- আল্লাহর সীমারখো। অতএব, এগুলোর নকিটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজেরে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন; যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭] এখানে ‘মসজিদসমূহ’ শব্দটি আমভাবে পৃথিবীর সকল মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ বাক্যটি রোযার বধিান সংক্রান্ত আয়াতরে শেষে উল্লেখ করা হয়েছে; আর রোযার বধিান পৃথিবীর সকল প্রান্তরে মুসলমি উম্মাহকে শামলিকারী। সুতরাং যাদেরকে রোযার ক্ষেত্রে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের সকলকে এ বাক্যরে মাধ্যমেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাইতো প্রাসঙ্গিকতা ও সম্বোধনেরে ক্ষেত্রে অভিন্ন বধিানগুলোর আলোচনা শেষে করা হয়েছে এ কথা দিয়ে “এগুলো হচ্ছ- আল্লাহর সীমারখো। অতএব, এগুলোর নকিটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজেরে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন; যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।”। আল্লাহ তাআলা এমন কোন সম্বোধন করা খুবই দূরবর্তী যে সম্বোধনটি উম্মতরে একবোরহে অল্প কিছু মানুষ ছাড়া আর কাউকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পক্ষান্তরে, হুয়াইফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত “তিনি মসজদি ছাড়া ইতকিফ নহে” এ হাদিসটি যদি শুদ্ধতার বচিারে উত্তীর্ণ হয় সেক্ষেত্রে এটি ইতকিফের পূর্ণতার গুণকে নাকচ করবে। অর্থাৎ পূর্ণতার ইতকিফ হচ্ছে- এ তিনি মসজদি যে ইতকিফ করা হয় সে ইতকিফ। অন্য মসজদিরে উপর এ তিনি মসজদিরে ফজলিত ও মর্যাদার কারণে। এ ধরণে বাক্যব্যঞ্জনা প্রচুর পাওয়া যায়। অর্থাৎ না-বোধক বাক্য দ্বারা পূর্ণতার গুণকে নাকচ করা; মূল বিষয়টিকে বা বিষয়টির শুদ্ধতাকে নাকচ করা নয়। উদাহরণত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “খাবার হাজারি হলো নামায নহে” ও এ ধরণে অন্যান্য হাদিস। তবে নিঃসন্দেহে নেতাবিচক বাক্য দ্বারা সাধারণত শরয়ী হাকীকত কথিবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হাকীকতকে নাকচ করা হয়। কনিত্তু, যদি এমন কোন দলিল পাওয়া যায় যে দলিল শরয়ী হাকীকত কথিবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হাকীকতকে গ্রহণে বাধা দিয়ে তাহলে পূর্ণতার গুণকে নাকচ করাটা সুনর্দিষ্ট হয়ে যায়; যমেনটি আমরা হুয়াইফা (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে দেখতে পাই। হাদিসটি শুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ধরে নলি এ ব্যাখ্যা। আল্লাহই ভাল জাননে। সমাপ্ত

[ফাতাওয়াস সয়াম, পৃষ্ঠা-৪৯৩]

বনি বায (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: “তিনি মসজদি ছাড়া ইতকিফ নহে” এ হাদিসটি কি সহিহ? যদি সহিহ হয়; তাহলে তিনি মসজদি ছাড়া অন্যান্য মসজদি কে ইতকিফ করা যাবে না?

জবাবে তিনি বলেন: তিনি মসজদি ছাড়াও অন্য যে কোন মসজদি ইতকিফ করা সহিহ। তবে; শর্ত হচ্ছে- সে মসজদি জামায়াতের সাথে নামায অনুষ্ঠিত হতে হবে। যদি সে মসজদি নামাযের জামাত না হয় তাহলে সেখানে ইতকিফ করা সহিহ হবে না। তবে, কউে যদি এ তিনি মসজদি ইতকিফের মানত করে থাকে তাহলে তাকে সে মানত পূর্ণ করতে হবে।[সমাপ্ত]

[মাজমু ফাতাওয়া বনি বায (১৫/৪৪৪)]